RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIRA

(Residential Autonomous College under University of Calcutta)

B.A./B.SC. SECOND SEMESTER EXAMINATION, MAY 2012

FIRST YEAR

Date : 30/05/2012 **BENGALI (Language)**

Time : 12.30 pm – 1.30 pm Paper : II Full Marks : 25

১. যে কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ [15]

ক) উদ্ধৃত অংশটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো।

"সংস্কৃত বিদগ্ধ শব্দের প্রতিশব্দ cultured। বাৎস্যায়ন যাকে নাগরিক বলেন, টীকাকার তাঁকে বিদগ্ধ নামে অভিহিত করেন। এর থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, এ দেশে পুরাকালে কালচার জিনিসটা ছিল নাগরিকতার একটা প্রধান গুণ। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে একালে আমরা যাকে সভ্য বলি সেকালে তাকে নাগরিক বলত। অপর পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় গ্রাম্যতা এবং অসভ্যতা পর্যায়-শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে synonyms।

এ যুগে অবশ্য আমরা সাহিত্যচর্চাটা বিলাসের অঙ্গ বলে মনে করি নি, ও চর্চা থেকে আমরা ঐহিক এবং পারত্রিক নানারূপ সুফললাভের প্রত্যাশা রাখি।

যে সমাজে কাব্যচর্চা হচ্ছে বিলাসের একটি অঙ্গ, সে সমাজ যে সভ্য এই হচ্ছে আমার প্রথম বক্তব্য। যা মনের বস্তু তা উপভোগ করবার ক্ষমতা বর্বর জাতির মধ্যে নেই, ভোগ অর্থে তারা বোঝে কেবলমাত্র দৈহিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতা। ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি পশুরাও করে, এবং তা ছাড়া আর-কিছু করে না। অপরপক্ষে যে সমাজের আয়েসির দলও কাব্যকলার আদর করে, সে সমাজ সভ্যতার অনেক সিঁড়ি ভেঙেছে। সভ্যতা জিনিসটে কি, এ প্রশ্ন কেড জিজ্ঞাসা করলে দু কথায় তার উত্তর দেওয়া শক্ত। কেননা যুগভেদে ও দেশভেদে পৃথিবীতে সভ্যরা নানা মুর্তি ধারণ করে দেখা দিয়েছে, এবং কোনো সভ্যতাই একেবারে নিরাবিল নয়; সকল সভ্যতার ভিতরই যথেষ্ট পাপ ও যথেষ্ট পাঁক আছে। নীতির দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ যে আকাশপাতাল, এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। তবে মানুষের কৃতিত্বের মাপে যাচাই করতে গেলে দেখতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কাব্য-কলায় শিল্পে-বাণিজ্যে সভ্য জাতি ও অসভ্যজাতির মধ্যে সাত-সমুদ্র তেরো-নদীর ব্যবধান।

পৃথিবীতে সুনীতির চাইতে সুরুচি কিছু কম দুর্লভ পদার্থ নয়। পুরাকালে সাহিত্যের চর্চা মানুষকে নীতিমান না করলেও রুচিমান করত। সমাজের পক্ষে এও একটা কম লাভ নয়।

বই পড়ার শখটা মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ হলেও আমি কাউকে শখ হিসেবে বই পড়তে পরামর্শ দিতে চাই নে। প্রথমত, সে পরামর্শ কেউ গ্রাহ্য করবেন না, কেননা আমরা জাত হিসেবে শৌখিন নই; দ্বিতীয়ত অনেকে তা কুপরামর্শ মনে করবেন, কেননা আমাদের এখন ঠিক শখ করবার সময় নয়। আমাদের এই রোগশোক-দুঃখদারিদ্র্যের দেশে জীবনধারণ করাই যখন হচ্ছে প্রধান সমস্যা, তখন সে জীবনকে সুন্দর করা মহৎ করার প্রস্তাব অনেকের কাছেই নিরর্থক এবং সম্ভবত নির্মমও ঠেকবে। আমরা সাহিত্যের রস উপভোগ করতে আজ প্রস্তুত নই; কিন্তু শিক্ষার ফললাভের জন্য আমরা সকলেই উদ্বাহু। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা আমাদের গায়ের জ্বালা ও চোখের জল দুই দূর করবে। এ আশা সম্ভবত দুরাশা; কিন্তু তা হলেও আমরা তা ত্যাগ করতে পারি নে, কেননা আমাদের উদ্ধারের জন্য কোনো সদুপায় আমরা চোখের সুমুখে দেখতে পাই নে। শিক্ষার মাহাত্ম্যে আমিও বিশ্বাস করি, এবং যিনিই যা বলুন, সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোকে যে তা সন্দেহ করে, তার কারণ এ শিক্ষার ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তার কোনো নগদ বাজার-দর নেই।"

অ) সংস্কৃত 'বিদগ্ধ' শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ কী? [1]

আ) 'নাগরিক' কারা? [3]

ই) সভ্যসমাজের সঙ্গে কাব্যচর্চার যোগ কোথায়? [3]

ঈ) এ যুগে সাহিত্যচর্চার বিষয়টি কীভাবে দেখা হয়? [1]

উ) নীতি, রুচি ও সাহিত্য --- এই তিনের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করো। [2]

ঊ) প্রাবন্ধিক 'শখ' হিসেবে বই পড়ার পরামর্শ দিতে চাইছেন না কেন? [2]

ঋ) প্রাবন্ধিকের মতে জীবনে শিক্ষা এবং সাহিত্য এই দুইয়ের ভূমিকা কীরকম? [3]

খ) উদ্ধৃত অংশটি পড়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো ।

"পুরাণকে এভাবে যথেচ্ছ ব্যবহার করা আমার আগের ছবিতেও আছে। যেমন 'মেঘে ঢাকা তারা'য় বা 'কোমল গান্ধারে'। উমার শ্বশুরালয়ে যাওয়ার সময় যে-প্রচলিত গীত বাংলাদেশে মুখে মুখে আবৃত্ত হয়, তাকে সঙ্গীতাংশে 'মেঘে ঢাকা তারা' ছবিতে ব্যবহার করেছি, আর 'কোমল গান্ধারে' ছিলো বিবাহের গানের প্রাচুর্য। দুই-বাংলার মিলন আমার কাম্য তাই, মিলনোৎসবের গানে ছবিটি ভরপুর। রেলওয়ে ট্রাকিং-এর ওপর এসে যেখানে ক্যামেরা অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, পূর্ববঙ্গে যাওয়ার জন্য যেটা পথ ছিলো তা এখন বিচ্ছিন্ন, তা যেন কোন্ এক মুহূর্তে (ছবির শেষ দিকে) অনসূয়ার বুকেও আর্তনাদের সুর তোলে।

মহাকালকে এভাবে ব্যবহার করলে কতকগুলো সুবিধা থেকে যায়, যে সুবিধাগুলির জন্য শিল্পে mythology-র প্রসঙ্গ উত্থিত হয়। সুবর্ণরেখার ধারে দেখেছি বিস্তৃত পটভূমি জুড়ে পড়ে আছে এরোড্রাম। সেই এরোড্রামের ভগ্নস্তূপের মধ্যে দিশেহারা হয়ে বিস্ময়মুগ্ধ দুটি বালকবালিকা তদের বিস্মৃত অতীতকে অন্বেষণ করে ফিরছে। কী নিষ্পাপ প্রাণী দুটি! তারা জানে না, তাদের জীবনে যে-সর্বনাশ ঘনিয়ে এসেছে তার ভিত্তিভূমি ঐরকম আরও কতকগুলো ভগ্ন বিমানপোত। চতুর্দিকের ধ্বংস আর ভগ্নস্তূপের মাঝখানে আজ তারা খেলা করছে। তাদের এই অজ্ঞান-সারল্য কী ভয়াবহ!

'সুবর্ণরেখা' ত্রুটিমুক্ত ছবি নয়। এতে যে-কাহিনী নির্বাচন করা হয়েছে তা খুব চড়াসুরের মেলোড্রামা। একটা পর্বের সংগে আর একটা পর্বকে মিলিয়ে মিলিয়ে এই ছবির কাহিনীটি বিস্তার করেছি, a story of fateful coincidences। এভাবে কাহিনীকে গ্রন্থনা করার উপমা আগের অনেক উপন্যাসে পাওয়া যাবে। যেমন রবিঠাকুরের গোরা বা নৌকাডুবি, কি শেষের কবিতা। যেখানে কাহিনীকে বলে যাওয়াই লেখকের একমাত্র বক্তব্য নয়, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মনোভাবের প্রতিই তাঁর প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ, সেখানে এরূপ মিল, মাঝে মাঝে যা অসম্ভবও মনে হতে পারে, তাও দৃষ্টিকটু মনে হবে না, তবে সবকিছুব মধ্যে যেন বাস্তবতাটি বজায় থাকে।

'সুবর্ণরেখা' ছবিতে যদি অভিরাম আর সীতা, হরপ্রসাদ আর ঈশ্বরের সমস্যাকে যথাযথ মূর্ত করে থাকতে পারি তবে অভিরামের মায়ের মৃত্যু, পতিতালয়ে ঈশ্বরের সীতাকে আবিষ্কার প্রভতি ঘটনাকে খুব অসম্ভব বলে ঠেকবে না।

বিভক্ত জরাজীর্ণ বাংলার যে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি দিনের পর দিন, তার ঐ পতিতালয়ে সীতার মতই দশা। আর আমরা অবিভক্তবঙ্গের বাসিন্দেরা যেন উন্মত্ত নিশাযাপনের পর আচ্ছন্নদৃষ্টি বেঁচে আছি।

'সবর্ণরেখা' নিয়ে এত বক্তৃতামালা, এত আলোচনা হয়েছে যে, এর বেশি আর বলার কিছুই নেই। অথচ আশ্চর্য, 'কোমল গান্ধার', যেটা আমার মতে আমার সবচেয়ে ইন্‌টেলেকচুয়াল ছবি সেটা দর্শকেরা খুব স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারল না। আমার মনে হয়, আর বিশ-পঁচিশ বছর পরে হয়ত ঐ ছবির কদর ফিরে আসবে। হয়ত বাঙালীর কাছে ঐ সমস্যা এখনও তীব্রমুখী হয়ে তাদের অস্তিত্বকে খুব সংকটাপন্ন করে তোলে নি।

যাইহোক, আমার শিল্পীজীবনের সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই অবস্থাতেই বুঝেছি যে, সংগ্রামকে শিল্পীজীবনের নিত্যসঙ্গী করে তুলতে হয়। নানা প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কাজ করে যেতে হবে। সাময়িকভাবে কোন সঙ্কট আচ্ছন্ন করে ফেললেও সামগ্রিকভাবে তা যেন আপোসের পথে টেনে না নিয়ে যায়, অর্থাৎ সঙ্কটের কাছে যেন আমরা বিবেক বুদ্ধি সবকিছু নিয়ে আত্মসমর্পণ না করি।"

অ) পুরাণ প্রসঙ্গ কোন্ কোন্ চলচ্চিত্রে ব্যবহার করেছেন ঋত্বিক ঘটক? [1]

আ) বিবাহ প্রসঙ্গ বা বিয়ের গান ঋত্বিকের চলচ্চিত্রে গুরুত্ব পায় কেন? [2]

ই) 'সুবর্ণরেখা' কেন 'ত্রুটিমুক্ত ছবি নয়' বলে মনে করছেন প্রাবন্ধিক? [3]

ঈ) 'সুবর্ণরেখা'-র কয়েকটি চরিত্রের নাম লেখ। [1]

উ) 'সীতা' চরিত্রের মধ্যে কী খুঁজতে চেয়েছেন ঋত্বিক ? [2]

ঊ) 'কোমলগান্ধার' চলচ্চিত্রটি সম্পর্কে ঋত্বিকের অভিমত কী? [2]

ঋ) শিল্পীজীবনকে ঋত্বিক ঘটক কীভাবে গ্রহণ করেছেন? [4]

২. যে কোন **একটি** বিষয় সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশ-উপযোগী প্রতিবেদন রচনা করো। (অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে) [10]

ক) সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার প্রাপ্তি।

খ) শহরের একটি ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনা।